ঈমান ও কুফরের মূলনীতি

ঈমান ও কুফরের মূলনীতি

তত্ত্বাবধানে

মুফতি আজম মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

মুফতি হোসাইন আহমদ জাবের

সংকলক : তাকরিরে মুসলিম শরহে সহিহ মুসলিম

ইত্তিহাদ

পা ব লি কে শ ন

সাবেক মুফতি আজম বাংলাদেশ, দারুল উলুম হাটহাজারীর সাবেক মহাপরিচালক, জামিয়া বানুরিটাউন করাচি পাকিস্তানের সাবেক প্রধান মুফতি, ফকিহুল উম্মাহ আল্লামা মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী রহ.-এর মূল্যবান

দোয়া ও অভিমত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ

‘অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।’[১]

এ আয়াতটি বর্তমান অবস্থার সাথে কতই-না সামঞ্জস্যপূর্ণ! বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম মনে করে—ইসলামি নাম রাখা, মুখে কালিমায়ে তাইয়েবা পড়ার দ্বারাই মুসলিম হওয়া যায়; তার চিন্তা-চেতনা, মতাদর্শ ও জীবনপদ্ধতি যা-ই হোক না কেন। সে জানে না, মুসলিম হতে হলে সব ধরনের কুফর ও শিরক থেকে দূরে থাকতে হয়। ফলে সে এক দিকে তো মুখে কালিমা পড়ছে, কিন্তু অন্য দিকে শিরক ও কুফরি কাজে লিপ্ত হয়ে মুশরিক ও কাফের হয়ে যাচ্ছে। কারণ মুসলিম হওয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ ইসলামের উপর ঈমান আনা শর্ত। কিন্তু কাফের হওয়ার জন্য শরিয়তের যেকোনো একটি স্পষ্ট বিষয়ের অস্বীকারই যথেষ্ট। এজন্য কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, অধিকাংশ মুমিন ঈমান আনার পরও শিরকি কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে তারা মুশরিক। সুতরাং আমাদের জানতে হবে—কালিমার দাবি কী? শিরক কাকে বলে? কুফর কত প্রকার ও কী কী?

যাতে আমরা মুখে কালিমা পড়ার সাথে সাথে সব ধরনের কুফর ও শিরক থেকে বিরত থেকে প্রকৃত মুসলিম হতে পারি। আর এ মহান উদ্দেশ্যেই আমার অত্যন্ত মহব্বতের মানুষ, মুফতি হোসাইন আহমদ জাবের ‘ঈমান ও কুফরের মূলনীতি’ নামক কিতাবটি রচনা করেছেন। দোয়া করি, আল্লাহ এ কিতাবকে মুসলিম উম্মাহর হেদায়েতের মাধ্যম হিসেবে কবুল করে নিন এবং লেখককে আরও বেশি বেশি দীনি খেদমত করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

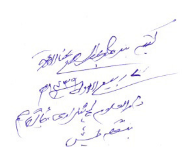

[১] সুরা ইউসুফ : ১০৬

শাইখুল আরব ওয়াল আজম, হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ.-এর বিশিষ্ট শাগরিদ, আমিরে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ, জামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর-এর সম্মানিত মহাপরিচালক, আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী দা. বা.-এর মূল্যবান

দোয়া ও অভিমত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের লক্ষ-কোটি শুকরিয়া, তিনি আমাদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দৌলত ঈমান ও ইসলামের নেয়ামত দান করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, অধিকাংশ মুসলিম আজ জানেই না—

ঈমান মানে কী?

ইসলামের অর্থ কী?

ঈমানের রুকন কয়টি?

কী কারণে ঈমান ভেঙে যায়?

ফলে দেখা যায়, কালিমা পড়ে নিজেকে মুসলিম মনে করছে, অথচ ঈমান ভঙ্গের কারণ পাওয়া যাওয়ায় তার ঈমান যে অনেক আগেই চলে গেছে—সে খবরই তার নেই। ঈমান ও কুফরের এসব মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে মুসলিম নর-নারীদের সজাগ করার জন্য একটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন থেকেই উপলব্ধি করছিলাম। শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী, মুফতি আজম আল্লামা আবদুস সালাম চাটগামী এবং শাইখুল হাদিস আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী রহিমাহুমুল্লাহর দীর্ঘদিনের সংস্রবপ্রাপ্ত আস্থাভাজন ছাত্র, আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ.-এর তাকরিরে মুসলিমের সংকলক, বিজ্ঞ লেখক, মুফতি হোসাইন আহমদ জাবের সাহেব এ বিষয়ে একটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমি কিতাবের সমস্ত বিষয়বস্তু সত্যায়ন করছি।

দোয়া করি, আল্লাহ এই বইকে উম্মতে মুসলিমার ঈমান-আকিদা ঠিক করার মাধ্যম হিসেবে কবুল করে নিন এবং লেখককে আরও বেশি বেশি দীনের খেদমত করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

দারুল উলুম হাটহাজারীর সাবেক মহাপরিচালক, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়াহ বাংলাদেশের সাবেক সহ-সভাপতি এবং হেফাজতে ইসলামের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি, হজরতুল উস্তাজ আল্লামা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া রহ.-এর মূল্যবান

দোয়া ও অভিমত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد

মহান আল্লাহ পাক কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

'তোমরা পরিপূর্ণরূপে পূর্ণাঙ্গ ইসলামে প্রবেশ করো।'[২]

এটিকে আমরা একবাক্যে বলে থাকি—ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে যেভাবে নামাজ-রোজা ও হজ-জাকাতের বিধান রয়েছে, তেমনিভাবে মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক সর্বক্ষেত্রেই করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, লালনপালনকারী—আবার তিনি বিধানদাতাও। অর্থাৎ যেভাবে একজন মুসলিম আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো সামনে মাথানত ও সেজদা করতে পারে না, ঠিক সেভাবে একজন প্রকৃত মুসলিম কখনো আল্লাহর দেওয়া বিধান ব্যতীত অন্য কোনো বিধানে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারে না, রাষ্ট্র চালাতে পারে না। এটিই ইসলামের চৌদ্দশত বছরের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম তো বটে, অনেক আলেম-উলামা পর্যন্ত এ বিষয়ে বেখবর। মুসলিম উম্মাহকে সজাগ করার মহান উদ্দেশ্যে আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন প্রিয় ছাত্র, যিনি আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ.-এর বিখ্যাত তাকরিরে মুসলিম সংকলন করেছেন, মুফতি হোসাইন আহমদ জাবের সাহেব এ বিষয়ে একটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমি কিতাবের সকল বিষয়বস্তু সত্যায়ন করছি।

দোয়া করি, আল্লাহ যেন কিতাবটি মুসলিম উম্মাহর হেদায়েতের জন্য কবুল করে নেন। আমিন।

---

[২] সুরা বাকারা : ২০৮

এ সময়ের সংস্কার ও বৈপ্লবিক কাজ

মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ.

এ সময়ের সংস্কার ও বৈপ্লবিক কাজ হলো, উম্মতের যুবক ও শিক্ষিত শ্রেণির মাঝে ইসলামের বুনিয়াদি বিষয়, মৌলিক আকায়েদ ও ইসলামের শাশ্বত আদর্শের এবং রিসালাতে মুহাম্মাদির প্রতি সেই বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততা ফিরিয়ে আনা, যার বন্ধন তারা স্বেচ্ছায় ছিন্ন করে ফেলেছে। আজকের সবচেয়ে বড় ইবাদত হলো, ইসলাম সম্পর্কে যেসব সংশয়-সন্দেহ ও ধূম্রজাল তাদের মন-মস্তিষ্কে ছেয়ে গেছে, মননশীল, সুন্দর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তা দূর করা এবং জাহেলি কৃষ্টি ও সভ্যতার ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ পদ্ধতিতে তাদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা। যাতে তাদের চিন্তা-চেতনা এর দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং দিল ও দেমাগে ইসলামপ্রীতি স্থান করে নেয় এবং আরেকজন পর্যন্ত ইসলাম পৌঁছানোর জজবা পয়দা হয়।

পূর্ণ এক শতাব্দী হতে চলেছে—ইউরোপ আমাদের যুবক ও শিক্ষিত শ্রেণির মস্তিষ্ক বিকৃত করে আসছে। সংশয়-সন্দেহ, ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা, ভণ্ডামি ও প্রতারণার বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে তাদের হৃদয়ে, চিন্তা-চেতনায়। এতে ধর্মীয় সকল বিষয়ে তাদের ঈমান নড়বড়ে হয়ে পড়েছে এবং সেখানে স্থান করে নিয়েছে বস্তুতান্ত্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা। পূর্ণ এক শতাব্দী ধরে আমরা এই গ্লানি ও পরাজয়ের শিকার; কিন্তু আমরা তা প্রতিরোধ করার ব্যাপারে কোনো ফিকির করিনি, আমরা তার কোনো পরোয়া করিনি। আমাদের সময়ের দাবি অনুযায়ী পুরোনো জ্ঞানভান্ডারের সাথে নতুন জ্ঞানের সংযোজন করা একান্ত কর্তব্য ছিল, আমরা তা বুঝিনি। আমরা ইউরোপের ওই সমস্ত দর্শনকে বুঝার এবং তার যথাযথ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করে দক্ষ সার্জনের মতো তার পোস্টমর্টাম করার কোনো প্রয়োজন অনুভব করিনি।

আমাদের সমস্ত সময় ব্যয় হয়েছে মৌলিকত্বহীন বিষয়ে। ফলে শতাব্দীর এ দ্বারপ্রান্তে এসে আমরা এক ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম। আমাদের এক বিশাল জনগোষ্ঠীর ঈমান ও বিশ্বাস আজ নড়বড়ে, ঘুণেধরা।

এমন এক প্রজন্ম আমাদের শাসনক্ষমতায় আসছে, যাদের না ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের ওপর ঈমান আছে, না তাদের মধ্যে ইসলামপ্রীতি, ইসলামি চেতনাবোধ এবং সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসনকে প্রাধান্য দেওয়ার আগ্রহ আছে, না তাদের নামসর্বস্ব মুসলিম পরিচয় ছাড়া মুসলমানদের সাথে অন্য কোনো সম্পর্ক আছে। আর যদি কিছু সম্পর্ক থাকেও, তা শুধু রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য। ব্যস, এ ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই। এ সময়ের অবস্থা তো আরও নাজুক। ধর্মবিবর্জিত মানসিকতা, অধর্মীয় চিন্তাধারা, বিজাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতিপ্রীতি আমাদের জনসাধারণ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আজ মুসলমানদের মাথার ওপর ব্যাপক ধর্মহীনতার খোলা তরবারি ঝুলছে। আল্লাহ না করুন, কালের পরিক্রমায় যেন ফের সেই অবস্থা চলে না আসে, যখন ইসলাম জীবনের কর্মমুখর ময়দান থেকে বেদখল হয়ে শুধু শোভা ও বিলাসিতার বস্তুতে পরিণত হবে।

মুসলিমবিশ্বে প্রয়োজন এক নতুন দাওয়াত ও মেহনত

এই মুহূর্তে মুসলিম বিশ্বে প্রয়োজন এক নতুন ইসলামি দাওয়াত ও মেহনত। এ দাওয়াত ও মেহনতের স্লোগান হবে, ‘এসো আবার নতুন করে ইসলামের ওপর ঈমান আনি।’ তবে শুধু স্লোগানই যথেষ্ট নয়; এর জন্য প্রথমেই ভাবতে হবে, বুঝতে হবে, কোন রাস্তায় মুসলিম বিশ্বের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী ও ক্ষমতাবান শ্রেণির মন-মগজে পৌঁছানো যাবে এবং তাদেরকে ইসলামে ফিরিয়ে আনা যাবে। আজ মুসলিম বিশ্বে এমন কর্মোদ্যমী মানুষের প্রয়োজন, যারা এর জন্য হবে নিবেদিত প্রাণ। জ্ঞান-বুদ্ধি, ধনসম্পদ, যোগ্যতা, উপায়-উপকরণ সবকিছু এর জন্য উৎসর্গ করবে। ইজ্জত-সম্মান, পদ ও নেতৃত্বের প্রতি তাদের কোনো মোহ থাকবে না। তারা হবে হিংসা, বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতার বহু ঊর্ধ্বে। অন্যের উপকারের চিন্তা করবে, নিজে উপকার গ্রহণ করবে না। শুধু দেবে, কিছু নেবে না। তাদের দাওয়াত ও মেহনত হবে রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে ভিন্ন। ইখলাস হবে তাদের পুঁজি। প্রবৃত্তিপূজা, আত্মম্ভরি এবং সব ধরনের স্বজনপ্রীতি থেকে তারা হবে সম্পূর্ণ পবিত্র।

ঈমানের দাওয়াত : প্রয়োজন নিঃস্বার্থ ও নিবেদিতপ্রাণ দাঈ

পাশ্চাত্যমুখী জীবনধারার প্রভাবে বর্তমান কথিত মুসলিমদের বেশিরভাগই এমন, তাদের থেকে সত্যিকার ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। এমনকি তাদের

অনেকে খোলাখুলি ইসলামি বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে বসে এবং পাশ্চাত্য জীবনধারাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। তার প্রচার-প্রসারের চিন্তায় সর্বদা বিভোর থাকে। এই হলো সেই শ্রেণির অধিকাংশের ধ্যান-ধারণা। এরপর কাজের ময়দানে কেউ দ্রুততার পক্ষপাতী, কেউ আবার 'ধীরে চলো' নীতির প্রবক্তা। কেউ চায় শক্তি দিয়ে, ক্ষমতা দিয়ে এই ধর্মহীনতাকে সমাজে চাপিয়ে দিতে। আবার কেউ চিত্তাকর্ষক, দৃষ্টিনন্দন লেবেল লাগিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু তাদের সবার উদ্দেশ্য এক, গন্তব্য অভিন্ন। এ নাজুক অবস্থা আমাদেরকে হিম্মত ও দৃঢ়তা, হেকমত ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা মোকাবেলা করতে হবে। মুসলিম বিশ্বের ওপর আজ এক মারাত্মক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইরতিদাদের মুসিবত এসেছে। ইসলামের জন্য যাদের হৃদয়ে সামান্যতম টানও আছে, এ মুসিবত তাদের চিন্তা-গবেষণার ও আলোচনার একমাত্র বিষয় হওয়া চাই। আজ প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রের আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণির এক বিরাট অংশের অবস্থা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। ঈমান ও আকিদার লাগাম থেকে তাদের হাত আলগা হয়ে গেছে। মানবীয় গুণাবলির সকল বন্ধন তারা ছিঁড়ে ফেলেছে। তাদের চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক। রাজনীতিতে তারা ধর্মহীনতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। যদি 'অধিকাংশ' শব্দ আমি না-ও বলি, কিন্তু এ কথা অবশ্যই বলব, তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যাদের নিকট 'ইসলাম একটি আকিদা, একটি জীবনব্যবস্থা'—এই ঈমানও নেই।

আজই হোক শুরু

এ দায়িত্ব আদায়ে একদিনও বিলম্ব করার সময় নেই। মুসলিম বিশ্ব ইরতিদাদের মারাত্মক বিভীষিকার মুখোমুখি। এ বিভীষিকা ওই সব আকায়েদ, নেজামে আখলাক এবং মহা নেয়ামতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যা হজরত রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাস, মুসলিম বিশ্বের একমাত্র পুঁজি। যা প্রজন্ম পরম্পরায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এর জন্য ইসলামের জানবাজরা পাহাড়সম দুঃখ-মুসিবত বরদাশত করেছেন, নির্যাতিত হয়েছেন, নিপীড়িত হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন। যদি এই পুঁজি নষ্ট হয়ে যায়, তবে মুসলিম বিশ্বও হারিয়ে যাবে। আমরা কি এই সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করব? সময়ের এই নাজুকতা কি আমাদের হৃদয়ে কোনো আবেদন সৃষ্টি করবে?[৩]

---

[৩] নতুন তুফান ও তার প্রতিরোধ : ৩২

সূচিপত্র

আকিদার পরিচয়......**২১**
আকিদা পরিশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা......২২
ঈমানের পরিচয়......**২৫**
ঈমান-আকিদার ফজিলত......২৫
পরিপূর্ণ ঈমান......২৬
ঈমান ভঙ্গের কারণ......**২৭**
১. আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে কাউকে শরিক করা......২৭
২. আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মাধ্যম তৈরি করা......৩৩
৩. মুশরিকদের কাফের মনে না করা : সন্দিহান হওয়া ও সত্যায়ন করা......৩৬
৪. নববী বিধান ও আদর্শের চেয়ে অন্য আদর্শকে পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম মনে করা......৩৮
৫. নবীজির আনীত বিধানের কোনো অংশকে অপছন্দ করা......৪১
৬. ধর্মীয় ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা......৪৩
৭. জাদু করা......৪৫
জাদুর শরয়ি বিধান......৪৫
দুটি কারণে জাদু শিরকের অন্তর্ভুক্ত......৪৭
ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ও তাবিজ-কবচ......৪৮
৮. মুসলমানের বিপক্ষে কাফের-মুশরিকদের সাহায্য করা......৪৯
৯. কাউকে শরিয়তের ঊর্ধ্বে মনে করা......৫০
১০. আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া......৫১
একনজরে ঈমান ভঙ্গের ১০টি মৌলিক কারণ......৫৩
ইসলামের পরিচয়......**৫৪**
ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য......৫৫
আরকানুল ঈমান......৫৬

কুফরের পরিচয় **৫৭**
কুফরের প্রকারভেদ ৫৭
তাওহিদের পরিচয় ও প্রকারভেদ **৫৯**
তাওহিদ সম্পর্কিত আয়াত ৫৯
তাওহিদ সম্পর্কিত অন্য আয়াত ৬১
তাওহিদুল হাকিমিয়্যাহ-এর আলোচনা ৬২
তাওহিদের প্রকারভেদ ৬৩
তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ-এর সংজ্ঞা ৬৪
তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ-এর সংজ্ঞা ৬৪
তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত-এর সংজ্ঞা ৬৫
তাওহিদের রুকন দুটি ৬৬
তাগুতের পরিচয় **৬৮**
কুরআনের চারটি আয়াতে তাগুতের উল্লেখ ৭১
তাগুতকে বর্জন করার পাঁচটি পন্থা ৭২
তাগুতের ব্যাখ্যায় মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহর বক্তব্য ৭৪
তাওহিদের উপকারিতা ৭৪
শিরকের পরিচয় **৭৬**
শিরকের বিধান ৭৭
শিরকের প্রকারভেদ ৭৭
আনুগত্যের শিরক ৭৮
তাকলিদ নিয়ে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি—উভয়টিই বর্জনীয় ৮১
দীনের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা **৮৫**
জরুরিয়্যাতে দীন অস্বীকারকারী কাফের ৮৯
জরুরিয়্যাতে দীনের সংজ্ঞা ৯০
সর্বসম্মত ব্যাখ্যার বিপরীত ব্যাখ্যা করাও কুফরি ৯০
শরয়ি বিধান অস্বীকার করা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করার শামিল ৯১
শুধু বাহ্যিক অবস্থা দেখেই কারো ঈমানের সত্যায়ন করা উচিত নয় ৯১
অকাট্য হারামকে হালাল মনে করা কুফরি ৯২
এ যুগের নাস্তিক-মুরতাদ এবং অপব্যাখ্যাকারীদেরকে তাকফিরের প্রয়োজনীয়তা ৯২
কুফরি বক্তব্য প্রদানকারীর সমর্থক এবং প্রশংসাকারীও কাফের ৯২
নিজের দীন ইসলাম এবং ঈমানের পরীক্ষা করুন ৯৩
দীন-ইসলামের ভিত্তি দুটি বিষয়ের উপর ৯৭

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ৯৯
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ-এর সঠিক মর্ম ১১৬
কালিমা তাইয়েবার শব্দগুলোর অর্থ ১১৬
আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা ১১৯
ইসলামের শত্রুদেরকে ঘৃণা করা ঈমানের একটি শর্ত ১২০
কাফেরদের সাথে মৈত্রীর ২০টি নিষিদ্ধ প্রকার ১২১
ঈমান ও আকিদা-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি ১৩৭
পরিশিষ্ট ১৪০
দাওয়াতের কিছু বুনিয়াদি নীতিমালা ১৪০
১. শ্রোতাদের কাছে কথা পৌঁছানোর সুযোগ তালাশ করা ১৪০
সাইয়েদুনা ইবরাহিম আ.-এর দাওয়াত ১৪০
হজরত মুসা আ.-এর দাওয়াত ১৪১
২. শ্রোতাদের মন মেজাজ ও ব্যক্তিত্ব বুঝা ১৪২
৩. সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বিপজ্জনক ১৪৭
৪. সময়মতো কথা বলা ১৫০
৫. অবস্থার ভিন্নতার কারণে হুকুমের ভিন্নতা ১৫২
৬. বিরোধীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা ১৫২
৭. নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উপর মেহনত করা ১৫২
৮. সাধারণ দাওয়াত এবং বিশেষ দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য করা ১৫৩
৯. সুন্দর বাক্য এবং উপযুক্ত শব্দ চয়ন করা ১৫৩
১০. সেসব বিষয়বস্তু থেকে বেঁচে থাকা, যা দাওয়াতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে ১৫৩
১১. দলিলভিত্তিক জবাবের পরিবর্তে ইলজামি জবাব দেওয়া ১৫৪
১২. অবিচল উদ্যমে দাওয়াত দেওয়া ১৫৬
১৩. অটলতার সাথে পরীক্ষার মোকাবেলা করা ১৫৬
পরিসমাপ্তি ১৫৯

আকিদার পরিচয়

ঈমানের প্রধান ভিত্তি হলো বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদা। যার আকিদা যেমন, তার চিন্তা-গবেষণা ও কথাবার্তাও তেমন। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব আকিদানুযায়ী মত পেশ করে থাকে। তাই সবার আকিদা পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যাতে সকলের চিন্তা-চেতনা স্পষ্ট ও ফলপ্রসূ হয়। মুসলমানের মন-মস্তিষ্ক বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদার ওপর গঠিত হতে হবে। কেননা, এ আকিদাই তার জীবন চলার পথে আগত অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে আলোকবর্তিকা ও সব ধরনের পদস্খলন থেকে রক্ষার উপায়।

ইসলামি চিন্তা-চেতনার ফলে একজন মানুষ তার নিজের মাঝে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করতে পারবে। ফলে সর্বদা তার নিকট প্রতীয়মান হবে, তার নড়াচড়া, কথাবার্তা ও শ্বাসপ্রশ্বাস আল্লাহ তায়ালা দেখছেন ও শুনছেন। সকল ক্ষেত্রে অর্জিত হবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এমন জাগ্রত, উজ্জ্বল ও চমৎকার অনুভূতি সৃষ্টি হয় কেবল আল্লাহভীতির ফলে। তাকওয়ার এমন স্বাদ থেকে নির্বোধ ও মৃত অন্তরের অধিকারীরাই কেবল বঞ্চিত হয়, যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে পাপাচারিতায় লিপ্ত হতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তাই যারা প্রকৃতপক্ষে মুত্তাকি, তারা সুস্থ চিন্তার অধিকারী হয়ে থাকে। তাদের সামনে সত্য উদ্ভাসিত হয়।

আকিদা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন : ইসলামি আকিদা, কুফরি আকিদা, শিরকি আকিদা, বৈজ্ঞানিক আকিদা, রাষ্ট্রীয় আকিদা, সামাজিক আকিদা ইত্যাদি। প্রত্যেকটি আকিদার সংজ্ঞা, ধরন ও প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। আমরা এখানে শুধু ইসলামি আকিদা নিয়ে আলোচনা করব।

ইসলামের আবশ্যকীয় মৌলিক বিষয়াদির প্রতি ঈমান আনয়ন করার নামই হলো ইসলামি আকিদা। অন্তর, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা সর্বোপরি মানুষের স্বভাবজাত ফিতরাত ও সুস্থ চিন্তাশক্তির সাথে এ সকল বিশ্বাস সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আকিদাই

একটি জাতির চালিকাশক্তি। সুস্থ ও সঠিক আকিদা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। আর ভ্রান্ত আকিদা মানুষেকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়।

সন্দেহ নেই, সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে ইসলামি আকিদাই হলো শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে নির্ভুল আকিদা। এর মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য ও উন্নত সমাজব্যবস্থা। এর মাধ্যমেই মানুষ সকল প্রকারের জুলুম ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়েছে। কেননা, এ বিশ্বাসের মূলভিত্তি হলো ওহি, যা আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল আ.-এর মাধ্যমে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়েছেন। তাই এই আকিদা নির্ভুল ও পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ। আকিদার অধ্যায়ে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যেমন : মৌলিক ও শাখাগত আলোচনা, তাওহিদের পরিচিতি ও প্রকারভেদ, তাওহিদ বা ঈমান ভঙ্গের কারণ, আল-ওয়ালা ওয়াল-বারাসহ বিভিন্ন আলোচনা। আমরা এ অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

العقيدة 'আকিদা'—তার বহুবচন عقائد আকাইদ। আকিদা শব্দের অর্থ অন্তরে বিরাজমান ধর্মীয় দৃঢ় বিশ্বাস। মানুষের অন্তর, অনুভূতি, অস্তিত্বসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে, হৃদয়ে বদ্ধমূল এমন বাস্তবিক বিশ্বাসকে আকিদা বলে।

শরিয়তের পরিভাষায় আকিদা বলা হয়,

> ما عقد عليه القلب والضمير من التوحيد والرسالة وما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى
>
> 'তাওহিদ, রিসালাত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তার কোনো একটি বাদ না দিয়ে সবগুলোকে মনে-প্রাণে বদ্ধমূলভাবে দৃঢ় বিশ্বাসকে আকিদা বলা হয়।'[৯]

উল্লেখ্য, শরিয়তের যেসকল বিধি-বিধান মানুষের অন্তর তথা বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত, সেগুলোকে আকাইদ বলা হয়। আর যেসকল বিধি-বিধান শারীরিক বা আর্থিক কিংবা উভয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত, সেগুলোকে আহকাম বলা হয়।

আকিদা পরিশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য, আকিদা বিষয়ে নিজে সতর্ক হওয়া এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সতর্ক করা। কারণ, আকিদা ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আকিদা সহিহ কিন্তু আমলে দুর্বলতা রয়েছে, এমন মুমিন একদিন না-একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে ইনশাআল্লাহ। এর বিপরীতে আমল পরিপূর্ণ ঠিক; কিন্তু

[৯] ইকদুল জিনান : ৭

আকিদা কুফর-শিরকমিশ্রিত, এমন ব্যক্তি কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সাধারণত আমরা মনে করি—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' কালিমাটি পড়লেই একজন মানুষ মুসলিম হয়ে যায়। চাই সে এর মর্মার্থ বুঝুক-মানুক অথবা না-বুঝুক। অথচ বিষয়টি এমন নয়। একজন মানুষকে মুসলিম হতে হলে এ কালিমার মর্মার্থ অবশ্যই বুঝতে হবে এবং মানতে হবে। অর্থাৎ তাকে জানতে হবে, আল্লাহর নিকট ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত কী কী? আর ঈমান কী কী কারণে ভঙ্গ হয়ে যায়? যদি তা না জানে, তাহলে তো সে এমন কিছু বিশ্বাস করবে অথবা মুখে উচ্চারণ করে বসবে, যার কারণে তার ঈমান চলে যায়। এজন্য এসকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে হবে, কালিমায়ে তাওহিদের মর্মার্থ জানতে হবে। নিজের ঈমান ঠিক রাখতে বর্তমান সময়ে নতুন আঙ্গিকে আকিদা নিয়ে পড়াশোনা করা ফরজের পর্যায়ভুক্ত।

বর্তমান সময়ে আমাদেরকে আকিদা নিয়ে আরও সচেতন ও পড়াশোনা করতে হবে। এ বিষয়ে সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. ردة جديدة دعوة جديدة 'নতুন ইরতিদাদ (ধর্মদ্রোহিতা) এবং নতুন দাওয়াত' নামের একটি প্রবন্ধে লেখেন :

'মুসলিম বিশ্বের সামনে এমন এক ইরতিদাদের অভ্যুদয় ঘটেছে, যার বিষক্রিয়া মুসলিম বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়েছে। যা শক্তি ও দাপট, ব্যাপকতা ও গভীরতার দিক থেকে এ যাবৎকালের সমস্ত ইরতিদাদি আন্দোলনকে ছাড়িয়ে গেছে। এমন কোনো রাষ্ট্র নেই, যা এর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে; বরং খুব কম খান্দানই আছে, যা তার আক্রমণ থেকে নিরাপদে আছে। ইউরোপের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আবরণে মুসলিম এশিয়ায় স্মরণকালের সবচেয়ে মারাত্মক এ ইরতিদাদি ফেতনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

এই দর্শন সবাইকে এক পয়েন্টে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানায়, এ বিশ্বজগৎ ও বিশ্বজগতে বসবাসকারী মানবজাতিকে বস্তুবাদী ও প্রকৃতিবাদী দৃষ্টি নিয়ে দেখো এবং এ দুইয়ের বাহ্যিক সকল কাজ ও অবস্থাকে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ নিয়ে পর্যালোচনা করো।

এই দর্শন মানুষের চিন্তাজগতে বিরাট প্রভাব ফেলে। আল্লাহ তায়ালার শক্তির উপর বিশ্বাসকে ক্রমান্বয়ে শিথিল করে দেয় এবং মানুষকে বস্তুশক্তিতে বিশ্বাসী করে তোলে। এটা মানুষের মনোজগতে ও চিন্তাজগতে প্রভাব বিস্তারকারী একটি স্বতন্ত্র বিশ্বাস; একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। এটা তার মৌলিকত্ব, ব্যাপকতা, সার্বজনীনতা এবং মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন, বিকৃত ও বশীভূত করার ক্ষেত্রে ইসলামের পর জন্ম নেওয়া সবচেয়ে বড় ধর্ম।

বর্তমানে সেই শ্রেণির হাতে অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা। তাদের এক বৃহৎ অংশ এ নতুন ধর্মের অনুসারী। অবশ্য তাদের সবার বিশ্বাস সমান নয়। কারো বিশ্বাস হালকা, আবার অনেকে এই বিশ্বাসে অত্যন্ত দৃঢ়। দুঃখজনকভাবে তাদের উপর বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা ও পাশ্চাত্য জীবনদর্শন এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, যা সম্পূর্ণ নাস্তিকতা নির্ভর। এ দর্শন ও বিশ্বাস বহন করে আজও মুসলিম বিশ্বের হাজারো-লাখো মুসলমান নাস্তিক হচ্ছে। মহাবিশ্বের সকল উত্থান-পতন, ঘটনা-দুর্ঘটনা, বিপর্যয় ও স্বাচ্ছন্দ্য, মঙ্গল-অমঙ্গলকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে বিশ্বাস করছে।'[১০]

সারকথা হলো, বর্তমান সময়ে নিজের ঈমান-ইসলাম ঠিক রাখার জন্য যেমনিভাবে হজরত নদভি রহ. বর্ণিত বস্তুবাদী ও প্রকৃতিবাদী স্বতন্ত্র ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে এবং সেসব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে, তদ্রূপ জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং গণতন্ত্র নামক কুফরি ও শিরকি মতবাদ (শিরক ফি শরয়িল্লাহ-শিরক ফিল হাকিমিয়্যাহ) সম্পর্কে জানতে হবে এবং এসব থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে।

---

[১০]. নতুন তুফান ও তার প্রতিকার : ১০-১১

ঈমানের পরিচয়

ঈমান শব্দটির উৎপত্তি আরবি ‘আম্‌ন’ (الامن) শব্দ থেকে। আম্‌ন অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, আস্থা ও বিশ্বস্ততা। ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, স্বীকার করা, ভরসা করা, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করা।

ঈমানের শরয়ি পরিভাষা বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্ন আলেম বিভিন্নভাবে তা ব্যক্ত করেছেন। তবে সবগুলোর সারমর্ম যা দাঁড়ায় তা হলো :

> التصديق بما علم مجيئ النبي صلي الله عليه وسلم به ضرورة بالاعتماد عليه اجمالا فيما علم اجمالا و تفصيلا فيما علم تفصيلا كيفا و كما مع التبرئ عن جميع ما سوى الله.
>
> ‘নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত সকল বিষয়াবলি যা অকাট্যভাবে প্রমাণিত, বিস্তারিত হোক বা সংক্ষিপ্ত—নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আস্থাশীল হয়ে মনেপ্রাণে সেগুলোকে বিশ্বাস করা এবং সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত সকল কিছু থেকে নিজেকে সম্পর্কহীন করার সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেওয়াকে শরিয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে।’[১১]

ঈমান-আকিদার ফজিলত

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ

> ‘নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য অসংখ্য নেয়ামতভরা জান্নাত রয়েছে।’[১২]

---

[১১] শরহুল আকাঈদ : ১২০; তাফসিরে রুহুল মাআনি : ১/১১০; ঈমান ও ইসলামি আকিদা : ১৯

[১২] সুরা লুকমান : ৮

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً

'যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। তারা চিরকাল সেখানে অবস্থান করবে। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সত্য। আল্লাহর চাইতে অধিক সত্যবাদী কে?'[১৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ

'উবাদা ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল—তার উপর আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দেবেন।'[১৪]

পরিপূর্ণ ঈমান

মুহাদ্দিসিনে কেরামের মতে ঈমানের তিনটি অংশ। যথা :

১. তাসদিকে কলব—অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

২. ইকরার বিল লিসান—মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদান। দুনিয়াবি বিধি-বিধান প্রয়োগ করার জন্য ইকরার বিল লিসান ঈমানের শর্ত।[১৫]

৩. আমল বিল জাওয়ারিহ—বাস্তব জীবনে আমল করা। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবনসহ জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে শরিয়তের বিধি-বিধানের বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়ে নিজের অন্তরের বিশ্বাস ও ই'তেমাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। সুতরাং ঈমান ও ইসলামের দাবি করা সত্ত্বেও যদি কারো দ্বারা এমন কাজ সম্পাদিত হয়ে যায়, যা স্পষ্ট কুফরের আলামত বা ঈমান ও ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, তাহলে সে কাফের হিসেবেই গণ্য হবে। তার ঈমান ও ইসলামের দাবি অগ্রাহ্য ও অনর্থক বলে বিবেচিত হবে।[১৬]

---

[১৩] সুরা নিসা : ১২২

[১৪] সহিহ মুসলিম : ২৯

[১৫] তানজিমুল আশতাত : ১/২৭

[১৬] প্রচলিত কুফর : ৩০

ঈমান ভঙ্গের কারণ

আজ মানুষ নামাজ ভঙ্গের কারণ জানে, ওজু ভঙ্গের কারণ জানে, কিন্তু ঈমান ভঙ্গের কারণ জানে না। অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঈমান। যদি কারো ঈমান না থাকে, তাহলে তার নামাজ-রোজা, হজ-জাকাত কোনো উপকারে আসবে না। কোনো আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। আজ মানুষ ঈমানের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি উদাসীন। এজন্যই মানুষের মাঝে ঈমান ভঙ্গের কারণ অধিক প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ সে বুঝতে পারছে না যে—তার ঈমান ভেঙে যাচ্ছে। তাই এই বিষয়ে আমাদের সকলকে ভালো করে বুঝতে হবে।

ফুকাহায়ে কেরাম তাদের কিতাবসমূহের মাঝে ঈমান ভঙ্গের অনেক কারণ উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে দশটি মৌলিক কারণ উল্লেখ করা হচ্ছে :

১. আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে কাউকে শরিক করা

আল্লাহ তায়ালা শিরকের ব্যাপারে বলেন,

> إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا
>
> ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না, তবে অন্যান্য গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরিক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।’[১৭]

অন্যত্র তিনি বলেন,

> إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَار

[১৭] সুরা নিসা : ১১৬

'নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপন করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার আবাসস্থল হয় জাহান্নাম। আর জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'[১৮]

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

'যে আল্লাহর সাথে শরিক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।'[১৯]

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তার সাথে শরিক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর থেকে নিম্নপর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল, সে মহাপাপে লিপ্ত হলো।'[২০]

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'যদি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।'[২১]

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য ব্যর্থ হয়ে যেত।'[২২]

লোকমান আলাইহিস সালাম তার ছেলেকে ওসিয়ত করে বলেছেন,

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

'হে আমার আদরের সন্তান, তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক কোরো না। নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় অপরাধ।'[২৩]

সুতরাং এসব আয়াত থেকে বুঝা যায়, শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় অপরাধ। অতএব কেউ যদি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে, তাহলে তার ঈমান ভেঙে যাবে। তার নামাজ-রোজা, হজ-জাকাত কোনো আমলই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

শিরক অনেক ধরনের হতে পারে, যেমন : আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সেজদা করা, কারো কাছে প্রার্থনা করা, কারো নামে মানত করা, কারো নামে জবেহ করা।

---

১৮. সুরা মায়েদা : ৭২

১৯. সুরা নিসা : ১১৬

২০. সুরা নিসা : ৪৮

২১. সুরা যুমার : ৬৫

২২. সুরা আনআম : ৮৮

২৩. সুরা লোকমান : ১৩